গাইবান্ধায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির বিরুদ্ধে মামলা

গাইবান্ধা, ৭ই মার্চ।—গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি ও কারচুপির অভিযোগ উঠেছে।

সাঘাটা উপজেলায় শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, এ পর্যন্ত জেলার ৭টি উপজেলায় মোট ১৩২ জন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

এর মধ্যে সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ২৩ জন, সাদুল্যাপুরে ১১ জন, পলাশবাড়িতে ১০ জন, গোবিন্দগঞ্জে ১৮ জন, সাঘাটায় ১৯ জন, ফুলছড়িতে ১০ জন এবং গাইবান্ধা সদর উপজেলায় ২১ জনকে নিয়োগপত্র দেয়া হয়েছে।

প্রত্যেকটি উপজেলায় ইন্টারভিউ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি অনিয়ম ও কারচুপির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে ইন্টারভিউর আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁশ, ইন্টারভিউ গ্রহণের এক বিশেষ ব্যবস্থা এবং অর্থ উৎকোচ গ্রহণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় একজন কর্মকর্তার মেয়ে এবং তার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহযোগীর আত্মীয় নিয়োগপত্র পেয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেশকিছু প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেয়ার পর তাদের অনেকের চাকরি না হওয়ায় তারা টাকার জন্য চাপ দিলে তিনি অন্যত্র বদলী হয়ে যান।

সাদুল্যাপুর উপজেলায় ২ জন ছাড়া বাকী সব প্রার্থীই টাকার বিনিময়ে চাকরি পেয়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

পলাশবাড়িতে যারা উচ্চ হারে সেলামী দিয়েছেন তাদের প্রশ্নপত্র আগের দিন সরবরাহ করা হবে বলে অভিযোগ উঠেছে। খাতা দেখার সময় নাকি অনেকের খাতা না দেখেই বাতিল করা হয়েছে এমন অভিযোগও রয়েছে।

সাঘাটা উপজেলায় টাকার খেলা হয়েছে বলে কেজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জানান। প্রশ্নপত্র পলাশবাড়ি উপজেলার মতো পূর্বেই ফাঁস করা হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে এসএসসি পাশ প্রার্থীও নিয়োগপত্র পেয়েছে। এসব ব্যাপারে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ফলে নিয়োগ পত্র কার্যকরী করা স্থগিত রাখতে হয়।

এই উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কোটা দেয়া হয়নি। অপর দিকে কোনো কোটার ক্ষেত্রে ৩ জনের স্থলে ৩ জন নেয়া হয়েছে। অন্যান্য উপজেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছে।

গাইবান্ধা জেলা শিক্ষা দফতরের একজন কর্মচারী দুঃখ করে বলেন তিনি ১০ হাজার টাকা দিতে চেয়েও তার একজন দুর্দশাগ্রস্ত আত্মীয়ের চাকরি নিতে পারেননি। তাকে আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও ২০ হাজার টাকা পাওয়ার পর অন্য এক প্রার্থীকে চাকরি দেয়া হয়।

এই জেলায় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।